PROCESS BOOK

TFP 509: Graduate Production

Reffat Ferdous

Assistant Professor

Dept. of Television, Film and Photography

University of Dhaka

Nafi Arman Monon

JS-048-022

Masters 5th Batch

University of Dhaka

Table of Content

1. Logline
2. Synopsis
3. Characters
4. Screenplay
5. Budget
6. Props List
7. Costume list
8. Schedule
9. Shot Division
10. Poster
11. Credit Line

Logline

যোগ্যতার চেয়ে অর্থ ও তাঁবেদারি যখন অলিখিত নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অবক্ষয়ের কালো ছায়া গ্রাস করে পুরো সমাজকেই।

Synopsis

অর্থ, বিত্ত ও প্রভাব প্রতিপত্তির অভাবে চাকরি পাবার দৌড়ে পিছিয়ে পড়া মেধাবী ছাত্র জাহিদ। মাস্টার্সের রেজাল্ট প্রকাশের দিন চিন্তাযুক্ত মনে পায়চারি করছিলো ২৫ বছরের এই তরুণ। বন্ধু নাহিদ মুঠোফোনে জানায় স্নাতকের মতো স্নাতকোত্তরেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে জাহিদ। খুশিতে আত্মহারা জহিরের চোখ দিয়ে নোনা জল গড়িয়ে পড়লো। এবার ভালো চাকরি পেয়ে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ শোধের পালা।

পিতৃ-মাতৃহীন জাহিদের এতদূর আসার পেছনে অবদান আছে তার বন্ধু নাহিদের। বিপদে আপদে সবসময় নাহিদের সাহায্য পেয়েছে জাহিদ। চাকরির আবেদন করার জন্য নিজের স্মার্টফোন জাহিদকে দিয়ে দিয়েছে নাহিদ। শুধু তাই নয়, পাওনাদারদের চাপ যখন বাড়ছিলো, তখন জাহিদের পক্ষে চেয়ারম্যানের সঙ্গেও কথা বলে নাহিদ।

নাহিদের মতো জাহিদের জীবনে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে তানিয়া। তবে তার বাসায় বিয়ের চাপ বাড়ছে। এজন্য সময়সাপেক্ষ হওয়ায় সরকারি চাকরির বদলে বেসরকারি চাকরি খুঁজতে শুরু করে জাহিদ। তবে রেজাল্ট ভালো হওয়ায় জাহিদকে নিতে চাচ্ছিলো না কোনো প্রতিষ্ঠান। অযুহাত হিসেবে দেখানো হচ্ছিলো ভালো রেজাল্ট হওয়ায় যেকোনো সময় মেধাবী তরুণটি অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যেতে পারে। প্রত্যাখানের এই যাত্রায় জাহিদ শরণাপন্ন হয় নাহিদের মামার কাছে। ডিসি অফিসে ছোট্ট একটা পদে নিয়োগ চলছে। তবে এরজন্য দিতে হবে ১৫ লক্ষ টাকা।

মামার কথা শুনেই জাহিদের চোখে আগুন জ্বলে। শিরদাঁড়া বিক্রি করে অন্তত সে চাকরি করবে না। এদিকে তানিয়ার আংটিবদলও হয়ে যায়। হতাশ জাহিদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে ডাক পড়ে বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান থেকে। কিছুক্ষণের মাঝে ডাক পড়লো ভাইভা বোর্ডে। প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষে নিয়োগকর্তাদেরও বেশ পছন্দ হলো জাহিদকে। তবে শর্তজুড়ে দেয়া হলো আগামী ৩ বছর চাকরি ছাড়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সবুজ সংকেত দিলো জাহিদ। তাকে পাঠানো হলো প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে। এরপর শ্বাসরূদ্ধকর কয়েক মিনিট। তবে কি জহির পাবে চাকরি নামক সোনার হরিণের দেখা?

Screenplay

দৃশ্য ১

সময়ঃ সকাল

জাহিদের বাড়ি

চরিত্রঃ জাহিদ

জাহিদ ঘরেরে মধ্যে পায়চারি করতেছে। তাকে দেখে চিন্তিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছুর জন্য অপেক্ষা করতেছে। এর মধ্যে তার ফোন একটা কল আসে। কল দিয়েছে তার ফ্রেন্ড রনি। রনি জাহিদের ভার্সিটিরে ফ্রেন্ড।

জাহিদঃ হ্যালো, আমার রেজাল্ট দেখতে পারসছস ?

রনিঃ আমরা সবাই তো সব টেনেটুনে পাশ করছই আর তুই তো ভাল রেজাল্ট করছস। ৩. ৫৯, শুধু শুধু সবার মাথা খারাপ করে দিছস।

জাহিদঃ কেন হে এমন করি বুঝবি না তুই। ধন্যবাদ বন্ধু এখন রাখি। অনেক কাজ বাকি।

কাট টু

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ জাহিদের বাড়ি

চরিত্রঃ জাহিদ

জাহিদ নিয়ে নিজে নিজে উচ্ছস প্রকাশ করে।

দৃশ্য ২

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ জাহিদের বাড়ি

চরিত্রঃ জাহিদ

জাহিদ তাড়াহুড়া করে বাড়ির সামনে রাখা সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়

দৃশ্য ৩

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ জাহিদের গ্রাম

চরিত্রঃ জাহিদ

একটা চাপা উচ্ছস নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে জাহিদ সাইকেল চালাতে থাকে এবং গ্রামের বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে থাকে (যেমনঃ গ্রামের কৃষক কাজ করতেছে, বাচ্চা পোলাপান খেলতেছে। এই দৃশ্যের মাধ্যমে গ্রামের বিউটি ফুটে উঠবে)

দৃশ্য ৩ এ শুরুর ক্রেডিট লাইন যাবে।

দৃশ্য ৪

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ নদীর পাড়

চরিত্রঃ জাহিদ, তানিয়া

তানিয়া জাহিদের জনয় অপেক্ষা করেছে। জাহিদ ফ্রেমে ইন করে। সাইকেল থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে জাহিদ একটু হোঁচট খায়। এই সবের কোন পাত্তা না দিয়ে জাহিদ তানিয়ার দিকে ছুটে যায়। তানিয়া জাহিদের প্রেমিকা।

তানিয়াঃ আরে কি করছো, আস্তে আস্তে...

জাহিদঃ আমি ৩৫৯পাইছি

তানিয়াঃ বাহ বাহ (এই বলে তানিয়া পাশে বসে)

জাহিদ কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে যায়। মনে হচ্ছে কিছু চিন্তা জাহিদ কে ঘিরে ধরেছে।

জাহিদঃ এখন চিন্তার কিছু নাই। সরকারি চাকরিরতে অনেক টাইমের ব্যাপার একটা প্রাইভেট চাকরি ব্যবস্থা করে ফেলবো।

তানিয়াঃ দেখ কি করা যায়। যাই করো না কেন তাড়াতাড়ি কইরো আমার বাসায় কোন কিছু ঠিক যাচ্ছে না।

জাহিদ তানিয়ার হাত চেপে ধরবে। দুই জন দুইজনের দিকে তাকায়।

দৃশ্য ৪.১

(মন্তাজ শট)

* তানিয়া জাহিদ সাইকেলে করে ঘুরে বেড়ায়

* তানিয়া জাহিদ একসাথে বসে ফুচকা খায়

* হাত ধরে ঘুরতেছে

দৃশ্য ৫

সময়ঃ বিকাল

স্থানঃ নাহিদের দোকান

চরিত্রঃ নাহিদ এবং ক্লায়েন্ট

নাহিদ জাহিদের ক্লোজ ফ্রেন্ড । নাহিদের কম্পিউটারের দোকানে কাজ করতেছে । এক নেতার পোস্টার ডিজাইন করতেছে নাহিদ।

ক্লায়েন্টঃ বড় ভাইয়ের নিচে আমার ছবি টা দিবেন । বুঝতে পারছে?

নাহিদ মাথা দিয়ে হা সূচক মাথা নাড়ায়

দৃশ্য ৫.১

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ নাহিদের দোকান

চরিত্রঃ জাহিদ, নাহিদ এবং ক্লায়েন্ট

এই সময় নাহিদের দোকানে জাহিদ প্রবেশ করে

জাহিদঃ কি রে ব্যস্ত নাকি তুই ?

নাহিদ জাহিদের দিকে তাকায়

নাহিদঃ আরে না ব্যস্ত না , আয় তুই

নাহিদ ক্লায়েন্টের দিকে তাকায়

নাহিদঃ ভাই আমি কাজ টা শেষ করে আপনাকে ইমো তে পাঠিয়ে দিবো নি ...

ক্লায়েন্টঃ বিরক্ত হয়ে দোকান থেকে বের হয়ে যায় ।

এই বার নাহিদ জাহিদের দিকে লক্ষ করে

নাহিদঃ বস এখানে , বল তর খবর কি ?

জাহিদঃ রেজাল্ট তো দিলো। এখন কয়েক জায়গাতে চাকরির আবেদন করতে হবে।

নাহিদঃ ঠিক আছে , তর কি কি করা লাগে সব কাজ করে ফেল ।

জাহিদ বিভিন্ন চাকরির সাইডে থেকে আবেদন করে । কাজ শেষ করে জাহিদ বাড়িতে চলে যাবার জন্য দোকান থেকে বের হয়ে সাইকেলের লক খুলতে থাকবে। তখন জাহিদের কিছু একটা মনে পড়বে ।

জাহিদঃ নাহিদ তর কম্পিউটারে আমার মেইল লগ ইন করা আছে । ইন্টারভিউ এর জন্য যদি কোন মেইল আসে তাহলে আমাকে কল দিয়ে জানাইস।

নাহিদঃ ঠিক আছে ।

দৃশ্য ৬

সময়ঃ সন্ধ্যা

স্থানঃ গ্রামের রাস্তা

চরিত্রঃ জাহিদ, জাহিদের স্কুলের শিক্ষক

জাহিদ সাইলেকে চড়ে বাড়ি ফিরতে ছিল । দূরে একজন বয়স্ক মানুষ কে দেখে সাইকেল থেকে নেমে হাটা শুরু করে । বয়স্ক লোকটি জাহিদের হাই স্কুলের টিচার।

জাহিদঃ আস সালামুয়াইকুম । কেমন আছেন স্যার ?

স্যারঃ ভালো । তুমি কেমন আছো ? কি করতেছো ?

জাহিদঃ কয়েক দিন হইলো রেজাল্ট পাইলাম। রেজাল্ট ভালই হইছে স্যার ।

স্যারঃ তুমি ভাল রেজাল্ট করবা এইটা আমি জানি, তাহলে সরকারি চাকরির জন্য চেস্টা করো ?

জাহিদঃ সরকারি চাকরি তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার । আপাতত প্রাইভেট চাকরির জন্য আবেদন করতেছি । স্যার আপনি জানেন ই তো অনেক গুলা টাকার ঋনে ডুবে আছি,তাড়াতাড়ি চাকরি করে এই টাকা শোধ করতে হবে ।

স্যারঃ তুমি পারবা জাহিদ । একদিন সময় করে বাসায় আসো ।

জাহিদঃ আচ্ছা স্যার। এখন তাহলে আমি আসি স্যার

স্যারঃ হ্যা হ্যা আসো

স্যারের কাছে বিদায় নিয়ে জাহিদ সাইকেলে উঠে চালিয়ে বাসার দিকে যায় ।

দৃশ্য ৭

সময়ঃ রাত

স্থানঃ জাহিদের বাড়ি

চরিত্রঃ জাহিদ,তানিয়া

জাহিদ রাতের বেলা বসে পড়ালেখা করছে । হঠাত দরজাতে নক । দরজা খোজে দেখে তানিয়া খাবার নিয়ে আসে ।

জাহিদঃ এই গুলার কি দরকার ছিল । দুপুরের খাবার ই রয়ে গেছে ।

তানিয়াঃ বাসি খাবার খাওয়ার দরকার নাই।

জাহিদঃ শুন,কানে কানে কথা আছে। (এই বলে হাত ধরে কাছে নিয়ে আসে)

তানিয়াঃ কানে কানে কেন কথা বলতে হবে , এখানে কে আছে যে শুনবে? বাবা খাইতে বসবে , আমি যাই (এই বলে তানিয়া জাহিদ কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চলে যায়)

জাহিদ হাসতে হাসতে দরজা আটকে দেয় ...

দৃশ্য ৮

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ নাহিদের দোকান

চরিত্রঃ জাহিদ , নাহিদ

জাহিদ চাকরির ইন্টারভিউ দেবার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। সাইকেন নিয়ে নাহিদের দোকানে রাখে।

জাহিদঃ সাইকেল এখানে রেখে গেলাম। আমার আসতে দেরি হলে তুই সাইকেল বাড়িতে দিয়ে আসিস। (এই বলে জাহিদ হাটা শুরু করে)

নাহিদঃ দাড়া দাড়া , এত তাড়াহুড়া কেন করতেছস? তর কাছে টাকা আছে ?

জাহিদঃ আছে আছে

নাহিদ তার পকেট থেকে কিছু টাকা জাহিদের পকেটে দিয়ে দেয়

নাহিদঃ ভাল করে ইন্টারভিউ দিস

জাহিদ মুচকি হাসি দিতে দিতে চলে যায়। নাহিদ দাঁড়িয়ে জাহিদের চলে যাওয়া দেখে।

দৃশ্য-৯

মন্তাজ

*ইন্টারভিউ রুমে জাহিদ প্রবেশ করতেছে

*ইন্টারভিউ দিচ্ছে

*রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছে

*আবার ইন্টারভিউ দিচ্ছে

*রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা পাওরুটি খাচ্ছে জাহিদ

এই দৃশ্য দেখার মধ্যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ট কিছু ভয়েজ ওভার শুনবো

ভয়েজ ওভারঃ এত ভাল রেজাল্ট আপনার আপনি তো আমাদের কোম্পানীতে বেশি দিন থাকবেন না, বছর খানেকের এক্সপেরিয়েন্স থাকলে ভাল হইলো, সাইন্সে পড়া লেখা করে এখন সেলসে কেন আসছে চাচ্ছেন, এত ভাল রেজাল্ট আপনি আরো ভাল কিছুর জন্য চেস্টা করুন

দৃশ্য-১০

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ জাহিদের বাড়ি

চরিত্রঃ জাহিদ, নাহিদ , মেম্বার , পাওনাদার এবং ২/৩ জন মুরুব্বী

জাহিদের বাড়ির উঠানে গ্রামের মেম্বার ও কিছু লোকজন বসে আছে । তাদের সামনে জাহিদ হাত পিছনে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে নাহিদকে মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।

মুরুব্বিঃ দেখ বাবা তুমিতো জানোয় তোমার বাবা চিকিৎসার জন্য কত ঋণ করেছে। আল্লাহ তাকে বেহেস্ত নসিব করুক, সে তো আর দূনিয়েয় নাই। এখন আমরা সবাই ব্যাপার টা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি,১০ লক্ষ টাকার মধ্যে আপাতত ৫ লক্ষ টাকা দিয়ো।

পাওনাদারঃ গত বছর দেওয়ার কথা ছিল , এখন আর দেরি করা যায়বোনা । না পারলে ভিটাবাড়ি তো আছেই, এইটকা বেইচা দিলেই হয়।

নাহিদঃ কাকা ওর ব্যাপারটাও দেখা লাগবে , একা মানুষ একসাথে এতো টাকা কিভাবে দিবে। মাত্র পাশ করছে, চাকরিটা হইতে দেন, আস্তে আস্তে সব দিয়ে দিবে।

(এই মধ্যে জাহিদের মোবাইলে কল আসতে থাকে, কল রিছিব না করে কেটে দেয়)

পাওনাদারঃ তাহলে তো কোন সমাধান হইলো না মেম্বার সাহেব

(আবার জাহিদের ফোন বাজতে থাকে তখন একটু দূরে গিয়ে জাহিদ কল রিসিভ করে)

জাহিদঃ হ্যালো

তানিয়াঃ তাড়াতাড়ি আমার সাথে দেখা করো । জরুরি দরকার।

দৃশ্য -১১

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ নদীর পাড়

চরিত্রঃ জাহিদ, নাহিদ এবং তানিয়া

তানিয়া ও জাহিদ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। নাহিদ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

তানিয়াঃ একটা কথা বলি তুমি রাগ কইরো না ?

জাহিদঃ বলো

তানিয়াঃ চলো আমরা পালিয়ে বিয়ে করে ফেলি

জাহিদঃ পাগল নাকি তুমি আমাকে এই কথা বলার জন্য ডেকে নিয়ে আসছো ?

তানিয়াঃ দেখো সামনের সপ্তাহে পাত্র পক্ষ দেখতে আসবে যদি পছন্দ করে তাহলে ওই দিন ই আংটি পড়াবে । আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কারো সাথে থাকতে পারবো না । চল আমরা পালিয়ে বিয়ে করে ফেলি ।

জাহিদঃ আমার মাথার উপর দশ লক্ষ টাকার ঋনের চাপ। তার মধ্যে আমার না কোন চাকরি তোমাকে বিয়ে করে খাওয়াবো কি ? এখন পালাইলে পাওনাদার আমার ভিটা বাড়ি দখল করে নিয়ে যাবে। আমি তো চাকরির জন্য চেস্টা করতেছি চাকরি হলেই আমরা বিয়ে করে ফেলবো ।

তানিয়াঃ চিন্তা কইরো না আপাতত কিছু দিন যেন চলতে পারি এজন্য আমার গহনা গুলো নিয়ে আসবো । সে গুলো বিক্রি করে কিছু দিন চলতে পারবো আমরা ।

জাহিদঃ কোন ভাবেই সম্ভব না। তোমার গহনার টাকা দিয়ে বিয়ে করবো নাকি, এইটা আমি করতে পারবো না । এর চেয়ে তুমি তোমার পরিবার কে বুঝাও

তানিয়াঃ আমার পরিবার কে বুঝিয়ে কোন লাভ হয় না তুমি ভাল করে ই জানো...

তানিয়া জাহিদের সামনে থেকে সরে নাহিদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ।

তানিয়াঃ নাহিদ ভাই , সামনের সপ্তাহে ছেলে দেখতে আসবে তার আগের দিন রাতেই আমি পালিয়ে রেল স্টেশনে চলে আসবো আপনি আপনার বন্ধুকে নিয়ে চলে আসবেন । আমি স্টেশনে অপেক্ষা করবো।

(কিছু সময় ভেবে , চোখের পানি হাত দিয়ে পরিস্কার করে)

তানিয়াঃ যদি না আসে তাহলে আমাকে সারা জীবনের জন্য হারাবে।

দৃশ্য ১২ (মন্তাজ)

জাহিদ মন খারাপ করে বসে আছে (দিন/রাত)

তানিয়রা চোখের পানি নিরবে পড়ে (দিন/রাত)

নাহিদ জাহিদের কাধে হাত রাখে।

জাহিদ পড়ার টেবিলে বসে বাহিরে তাকিয়ে আছে ।

দৃশ্য ১৩

সময়ঃ রাত

স্থানঃ রেস্টুরেন্ট/ সবুর মামার বাসায়

চরিত্রঃ জাহিদ, নাহিদ এবং সবুর মামা

নাহিদ ও জাহিদ দুই জন মিলে সবুর মামা সাথে দেখা করতে যায়। তারা একটা রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলে।

সবুর মামাঃ কি ভাগিনা তোমাদের কি খবর?

নাহিদঃ মামা একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসছি।

সবুর মামাঃ হ্যা বলো বলো

নাহিদঃ ও আমার বন্ধু জাহিদ। খুব ই ভাল ছাত্র। আপনি তো অনেকে কে চাকরির ব্যবস্থা করে দিছেন ওরে একটা একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন।

মামা এবার জাহিদের মুখের দিকে তাকাবে

সবুর মামাঃ ডিসি অফিসে নতুন সার্কুল হইছে । এত নিচের গ্রেডের চাকরি করতে পারবা ?

নাহিদঃ মামা চাকরি টা দরকার । আমার বিশ্বাস জাহিদ পরিক্ষা দিলেই ভাল রেজাল্ট করতে পারবে ।

(সবুর মামা একটা অট্ট হাসি দেয়)

সবুর মামাঃ মামা এই চাকরিতে রেজাল্ট ভাল করে কিছু হয় না । এই সব চাকরি তো সোনার হরিন ।

যে বেশি টাকা দিবে চাকরি তার। ২০ লক্ষ করে চলতেছে তুমি ১৫ দিয়ো ।

নাহিদঃ এত টাকা তো নাই মামা। এইটাকে কোন ভাবে ১/২ লাখে করা যায় না ?

এই কথা শুনে জাহিদ উঠে চলে যায়। নাহিদ মামার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে উঠে চলে যায়।

দৃশ্য ১৪

সময়ঃ রাত

স্থানঃ গ্রামের রাস্তা

চরিত্রঃ জাহিদ, নাহিদ

জাহিদ রাস্তা দিয়ে দ্রুত হেটে যায়, পেছন থেকে নাহিদ দৌড়ে জাহিদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

নাহিদঃ এই ভাবে কেউ চলে আসে নাকি, সবুর মামা কি মনে করবে।

জাহিদঃ তর কি মনে হয় ২ লক্ষ টাকা আমি কই থেকে পাবো ? আমার কাছে টাকা টাকা থাকলে তো ঋন পরিশোধ করেই দিতাম।

নাহিদঃ আমি তো জানি । আমি শুধু চাইছি একটু রিকমান্ডেশন...

জাহিদঃ আমি চাকরি পাইলে আমার যোগ্যতা তে ই পাবো , কারো কোন রিকমান্ডেশনের দরকার নাই।

আর একটা কথা কান খোলে শুনে রাখ , আমি কেউ রে ঘুষ দিয়ে, কারো রিকামান্ডেশনে চাকরি নিবো না । দরকার হলে আমি সারা জীবন চাকরি ই করবো না , বাসায় বাসায় গিয়ে ছাত্র পড়াবো । আমি মেরুদন্ড বিক্রি করে চাকরি করবো না ।

এই কথা বলে জাহিদ হাটা শুরু করে নাহিদ দাঁড়িয়ে থাকে ।

দৃশ্য ১৪.১

মন্তাজ

জাহিদ মন খারাপ করে বসে আছে (দিন/রাত)

তানিয়রা চোখের পানি নিরবে পড়ে (দিন/রাত)

দৃশ্য ১৫

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ জাহিদের বাড়ি

চরিত্রঃ জাহিদ, নাহিদ

সকালে নাহিদ জাহিদ কে ঘুম থেকে উঠায়

নাহিদঃ আজকে যে একটা ইন্টারভিউ আছে তুই ভুলে গেছস?

জাহিদঃ জানি , আমি যাবো

নাহিদঃ না তর যেতেই হবে।

জাহিদঃ তানিয়ার কি খবর?

নাহিদঃ আজকে এংগেমেন্ট হয়ে যাবে। আমি চাই না আজকেই দিনে গ্রামে থাকস। ইন্টারভিউ দিবি না দিবি তর ব্যাপার , আমি চাই এই এখানে যেন না থাকস ।

দৃশ্য ১৬

সময়ঃ সকাল

স্থানঃ গ্রামের রাস্তা

চরিত্রঃ জাহিদ , নাহিদ

রাস্তায় জাহিদ ও নাহিদ দাঁড়ানো । দুই জনের মন খারাপ । নাহিদ জাহিদের পকেটে টাকা দিয়ে দেয় ।

জাহিদ নাহিদ কে জড়িয়ে ধরে।

নাহিদঃ যা যা ইন্টারভিউ টা দিয়ে আয়।

জাহিদ হাটা শুরু করে নাহিদ দাঁড়িয়ে থাকে।

দৃশ্য ১৭

সময়ঃ দুপুর

স্থানঃ ইন্টারভিউ রুম ১

চরিত্রঃ জাহিদ, ইন্টারভিউ বোর্ডের ২ জন

ইন্টারভিউ বোর্ডে দুই জন অফিসার বসে আছে । জাহিদ ভেতরে যাবার অনুমতি চায় । তারা জাহিদকে ভেতরে এসে চেয়ারে বসতে বলে ।

জাহিদঃ স্যার আসতে পারি ।

স্যারঃ হ্যা আসুন। বসুন

জাহিদঃ ধন্যবাদ স্যার।

স্যারঃ কেমন আছেন জাহিদ সাহেব ?

জাহিদঃ জ্বী স্যার ভাল ।

স্যারঃ আপনার সিভি টা আমরা দেখেছি , আমাদের পছন্দ হয়েছে । আপনার একাডেমিক রেজাল্ট ও ভাল।

আমাদের কোম্পানীতে চাকরি যে সব যোগ্যতা লাগে সব ই আপনার আছে তাতে কোন সমস্যা নাই। শুধু আমাদের পক্ষ থেকে একটা শর্ত আছে

জাহিদঃ জ্বী বলেন কি শর্ত ?

স্যারঃ ৩০ হাজার টাকা বেতন আর বাকি সুযোগ সুবিধা পাবেন, আর আমাদের সাথে ৩ বছরের চুক্তি করতে হবে । ৩ বছরের মধ্যে আমাদের কোম্পানী ছেড়ে যেতে পারবেন না ।

জাহিদ কিছুক্ষন চুপ থেকে

স্যারঃ কোন কিছু বলার আছে জাহিদ সাহেব ?

জাহিদঃ না স্যার , আমি আপনাদের শর্তে রাজি।

স্যারঃ গুড , ৩ তলায় চেয়ারম্যান স্যারের রুম ফাইল নিয়ে সেখানে দেখা করে আসেন ।

জাহিদ স্যার দের ধন্যবাদ দিয়ে চেয়ারম্যান স্যারের রুমের দিকে যেতে শুরু করে

দৃশ্য ১৭.২

সময়ঃ দুপুর

স্থানঃ ইন্টারভিউ রুম ২

চরিত্রঃ জাহিদ, চেয়ারম্যান স্যার

জাহিদ চেয়ারম্যান স্যারের রুমের সামনে গিয়ে নক দেয় । ভেতর থেকে বলা হয় ভেতরে আসুন। জাহিদ ভেতরে গিয়ে দেখে একজন লোক টেবিলের উপরে পা তুলে বসে আছে । জাহিদ কোন ভাবেই তার চেহারা টা দেখতে পাচ্ছে না । চেয়ারম্যান স্যার মোবাইলে গেমস খেলতেছে ।

জাহিদঃ আসতে পারি ?

স্যারঃ হ্যা আসুন, নাম কি আপনার ?

জাহিদঃ জাহিদ আহমেদ ।

স্যারঃ বেতন আর শর্ত যে দেওয়া হইছে তা তে আপনার কোন সমস্যা নাই আশা করি, আপনি যে পোস্টে জয়েন করবেন সে পোস্টে আগে একটা কুত্তার বাচ্চা কাজ করতো, কাজ পারতো না কিছুই। আলটাইম বসের চেয়ে দুই লাইন বেশি বুঝত। দিছি লাথি মেরে বের করে। আশা করি আপনি এমন হবেন না।

জাহিদ কিছু তার কথা শুনে তার পরে বলে

জাহিদঃ পা টা নামিয়ে বসুন।

স্যারঃ কি ? (অবাক হয়ে বলে)

জাহিদঃ পা টা নামিয়ে বসুন

স্যার তখন হতবম্ব হয়ে পা টা নামিয়ে বসে। তখন ই জাহিদ স্যারের চেহারা টা দেখতে পারে।

স্যার জাহিদের দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকে। জাহিদ ও তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্যারঃ আমার মনে হয় না আপনি চাকরি টা করবেন। আসতে পারেন আপনি

জাহিদঃ পা নামিয়ে বসার পরে আমার চাকরি টা হবে না এইটা আমি জানতাম।

এই বলে জাহিদ রুম থেকে বের হয়ে যায়। চেয়ারম্যান স্যার আবার পা তুলে গেমস খেলা শুরু করে।

Characters

জাহিদ: বয়স ২৫-২৬। গল্পের মূল চরিত্র। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে সে। মৃত বাবা-মায়ের ১০ লাখ টাকা ঋণ শোধ করার চাপ আছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমিকার বিয়ে। তাই কোনোরকমে একটা চাকরি দরকার তার। কিন্তু নিজের শিরদাঁড়া কোনোভাবেই বাঁকা করবে না জাহিদ।

নাহিদ: বয়স ২৫-২৬। জাহিদের বন্ধু। বিপদে সবসময় জাহিদের পাশে ছিলো সে। জাহিদকে চাকরি জোগাড় করে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় নাহিদ

তানিয়া: বয়স ২২-২৩। জাহিদের প্রেমিকা। জাহিদের চাকরি না থাকায় তাদের বিয়েটা হচ্ছেনা। উলো বাসা থেকে চাপ দিচ্ছে ভালো পাত্রকে বিয়ে করে ফেলতে।

প্রোডাকশান বাজেট:

প্রি-প্রোডাকশন খরচের বিবরণ

খরচের খাত	খরচ
যাতায়াত খরচ	৫০০ টাকা
নাস্তা	৫০০ টাকা
সর্বমোট	১,০০০ টাকা

প্রোডাকশন খরচের বিবরণ

খরচের খাত	জনবল	দিন সংখ্যা	খরচ
১. ক্যামেরা	দৈনিক ২,০০০ টাকা	১ দিন	২,০০০ টাকা
২. কাস্ট মেম্বার	২ জন *২,৫০০ = ৫,০০০ টাকা	১ দিন	৫,০০০ টাকা
৩. ক্রু মেম্বার	৪ জন *১,০০০ = ৪,০০০ টাকা	১ দিন	৪,০০০ টাকা
৪. পরিচালক	১ জন *৫,০০০ = ৫,০০০ টাকা	১ দিন	৩,০০০ টাকা
৫. চিত্রগ্রাহক	১ জন *৩,০০০ = ৫,০০০ টাকা		৩,০০০ টাকা
৫. প্রোডাকশন ম্যানেজার	১ জন *১,০০০ = টাকা	১ দিন	১,০০০ টাকা
৬. খাবার		১ দিন	৩,০০০ টাকা
৭. সাউন্ড		১ দিন	২,৭০০ টাকা
৮. ইকুইপমেন্ট		১ দিন	৩,০০০ টাকা
৭. অন্যান্য		১ দিন	৩০০ টাকা
মোট জনবল ৯ জন			মোট: ২৭,০০০ টাকা

পোস্ট-প্রোডাকশন খরচের বিবরণ

খরচের খাত	খরচ
১. সম্পাদনা	৮,০০০ টাকা
২. অন্যান্য	১,০০০ টাকা
সর্বমোট	৯,০০০ টাকা

সর্বমোট খরচ সমূহ

খরচের খাত	খরচ
১. প্রি-প্রোডাকশন	১,০০০ টাকা
২. প্রোডাকশন	২৭,০০০ টাকা
৩. পোস্ট-প্রোডাকশন	৯,০০০ টাকা
সর্বমোট	৩৭,০০০ টাকা

বিহাইন্ড দ্যা সিন